যুগান্তর

তারিখ 07 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

আগুনে পুড়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ

মুশতাক আহমদ

নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিরোধীদের দেয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালকদের আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) থেকে পৃথক নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক এবং আগামী সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর সেগুলো মেরামতের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

উভয় মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, সারা দেশে ৩৬ জেলায় দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেয় নির্বাচনবিরোধীরা। পুলিশের ধারণা, ওই সব প্রতিষ্ঠান ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করায় আগুন দেয়া হয়েছে। আগুনে পুড়ে যাওয়া আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব মন্ত্রণালয় এখনও পায়নি। উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে তাদের প্রাথমিকভাবে ৮ থেকে ১০ কোটি টাকার একটা ধারণা দেয়া হয়েছে দুই মন্ত্রণালয়কে। তবে এর পরিমাণ কমবেশি হতে পারে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার বিকালে বলেছেন, নাশকতার আগুনে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে, সেগুলো অনতিবিলম্বে মেরামত করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ জানান, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ৮০ ভাগই প্রাথমিক স্তরের। বাকিটা মাধ্যমিক স্তরের স্কুল, মাদ্রাসা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কলেজ ও মাদ্রাসা। তিনি আরও জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ নিয়ে সোমবার মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। সেখানে আগামী সপ্তাহের

ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি টাকা

সোমবারের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে জানান, সব জেলা আঞ্চলিক পরিচালককে তারা সোমবার পত্র দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে তারা তথ্য জানাবেন। এরপর তা নিয়ে প্রকৌশলীদের সঙ্গে বসে আর্থিক সংশ্লেষ বের করা হবে। ডিপিই মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, তারা প্রতিটি ঘটনার তথ্য পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট এলাকা উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের তথ্য জানাতে মৌখিকভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ইতিমধ্যে অনেক তথ্য তারা পেয়েছেন। বাকিটা দু-চারদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, পুড়িয়ে দেয়া বা ভাঙচুর করার চিত্র পাওয়ার পরে তা নিয়ে আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ করা হবে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে ভোটগ্রহণের দিন রোববার পর্যন্ত সারা দেশের অন্তত দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ভোটের দিন সকাল পর্যন্ত আগুন দেয়া হয়েছে ১২৭ প্রতিষ্ঠানে। যার মধ্যে সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া, আংশিক পোড়া, দরজা-জানালা, পর্দা পোড়া, চেয়ার-টেবিল-দরজা-জানালা ভাঙচুর করা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বছরের গোড়ার দিকে হওয়ায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই নতুন এবং পুরাতন পাঠ্যবই ছিল। ২ জানুয়ারি বই উৎসবের দিন বেশ কিছু বই বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু যেসব ছাত্রছাত্রী নতুন ক্লাসে ভর্তি হয়নি, তাদের বইগুলো বিতরণ করা হয়নি, যা স্কুল-মাদ্রাসায় সংরক্ষিত ছিল। আগুন দেয়ায় শিক্ষার্থীদের ওইসব বই কোথাও আংশিক আবার কোথাও সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। অনেক স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়ার পরপরই স্থানীয়রা তা নেভাতে সক্ষম হয়। সে সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠানেই বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা বিতরণযোগ্য নয়। নির্বাচনবিরোধীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়া শুরু করে বৃহস্পতিবার থেকে। সেই রাতে ফেনীর ৫টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়া হয়। শুক্রবার রাত নির্দেশ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

নির্দেশ : প্রস্তুত করার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত আরও ৩১ জেলায় ১১৯টি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় আগুন দেয়া হয়। রোববার সকালে ভোটগ্রহণের আগ পর্যন্ত এ ঘটনা অব্যাহত ছিল। যদিও শনিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী অন্তত ১০০ প্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়ার দাবি করেছিলেন। স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, পেট্রল ছিটিয়ে, পেট্রল বোমা মেরে কিংবা গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন দেয়া হয়। এরপরও শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভোটবিরোধীরা আগুন দিয়েছে তার মধ্যে ১১টি প্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় লোকজন নিভিয়ে ফেলে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এর বাইরে দরজা-জানালা পুড়েছে ২৭টির, আসবাবপত্র পুড়েছে ৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। রাজধানীর দক্ষিণখানে পাওয়ার হাইস্কুল ভোট কেন্দ্রে আগুন দেয়া হয়।

যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য মতে, যেসব জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়া হয়েছে তার মধ্যে— চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ৫টি, কুমিল্লার লাকসামে, মুরাদনগর ও বুড়িচং উপজেলায় ১০টি, সুনামগঞ্জে তিনটি, ধর্মপাশায় ২টি, দোয়ারাবাজার উপজেলায় ১টি, বগুড়ায় সাতটি, সিলেটের জৈন্তাপুরে ৩টি, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলায় ৩টি, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় ১টি, নেত্রকোনায় চারটি, টাঙ্গাইলে ৫টি, রাজশাহীর চারঘাটের চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পটুয়াখালীর নন্দীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় ৩টি, নাটোরের সিংড়ায় ১টি, পিরোজপুরের স্বরূপকাঠির দেবীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর ও রামগতি উপজেলায় সাতটি, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার হাসনাবাদ ইউনিয়নের খামার হাসনাবাদ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ললিত মোহন ভূঁইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাইবান্ধার পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যশোরের মনিরামপুরের সাতটি, দিনাজপুরে ৫টি, খুলনায় ৪টি, ময়মনসিংহে ৬টি, মানিকগঞ্জে ২টি, রংপুরে ৬টি, ভোলার দৌলতখানে ৭টি, সিরাজগঞ্জে ৩টি, নারায়ণগঞ্জে চারটি, সাতক্ষীরায় ১টি, ফরিদপুরের চরভদ্রাসনের চরহরিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়, ফেনীর সোনাগাজীর তিনটি, পাবনার সাঁথিয়ায় ২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশে এবারকার এই নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ১৮ হাজার ২০৮টি। এর বেশির